R. N. No 2532/57
Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস. কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং— ৪

৬৬শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই পৌষ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

জেলার তিনটি কেন্দ্রকে কবজা করতে সব দলই তৎপর

রাজ্য পর্যায়ের ছোট-বড় নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্বাচনী পালে জোর হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বহু নেতা এ জেলায় এক চক্কর করে ঘুরে গেছেন। সব মিলিয়ে মুর্শিদাবাদের তিনটি নির্বাচন কেন্দ্রকে কব্জা করতে সমস্ত দলই উঠেপড়ে লেগেছেন। জেলার কয়েকটি অঞ্চল ঘুরে যা মনে হয়েছে তাতে পরিষ্কার যে, এ জেলায় এ বারের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রচারটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। মুসলিম ভোটারের সংখ্যা এ জেলায় বেশী। বিশেষ করে জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে। এই দুই কেন্দ্রের প্রচারের ঢংটাও তাই ধর্ম ও ইসলামের উপরই জোরদার করা হচ্ছে। কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক প্রচারকে বড় করে দেখানো হচ্ছে। যেমন 'যে হাত দিয়ে আপনি আল্লাকে দোয়া করেন/সেই হাত দিয়ে হাত চিহ্নে ভোট দিন'। অথবা 'বিপন্ন ইসলাম—বিপন্ন ধর্ম/সবকিছুই সি পি এমের কর্ম।' ইত্যাদি। এই সব বিচিত্র শ্লোগানে মুখরিত মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চল। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস (ই), সি পি এম ও আর এস পি জোট, এস ইউ সি, কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট দলগুলো নির্বাচনী আসরে নেমে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন ঠিকই কিন্তু মূল লড়াইতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারবেন বলে মনে হয় না। তিনটি কেন্দ্রেই মূল লড়াই ফ্রন্ট ও কংগ্রেস (ই)-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে এস ইউ সি মারকসবাদী কর্মী সংস্থা, মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস দল দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কং (ই) ও সি পি এম বা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘির উপর নির্ভর করছে জঙ্গিপুর কেন্দ্রের জয়-পরাজয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ ডিসেম্বর—আর মাত্র দশদিন পর ভোট। ইতিমধ্যে সব দলেরই প্রচার প্রায় তুঙ্গে। তবে জঙ্গিপুর কেন্দ্রের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল সি পি এম ও কং (ই) এর ভোট ভাগ-বাঁটোয়ারা মোটামুটি স্থির হয়ে গিয়েছে। অওরঙ্গাবাদ, সুতি ও জঙ্গিপুর—এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচুর ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে যাবেন কং (ই) দলের লুৎফল হক। সি পি এম-এর জয়নাল আবেদিন সমান ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে যাবেন ফরাক্কা, নবগ্রাম ও খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রগুলির ভোটে। বাকী থাকে সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্র। এবং এই কেন্দ্রের উপরই নির্ভর করছে বামফ্রন্ট প্রার্থীর জয়-পরাজয়। বামফ্রন্টকে জিততে হলে, সাগরদীঘিতে তাঁরা এগিয়ে যাবেনই—এই ধরনের আত্মতুষ্টিতে বিভোর না থেকে প্রাণপণ খাটতে হবে। অবশ্য চেষ্টা যে তাঁরা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অনুমোদিত বিদ্যালয়ের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ

জঙ্গিপুর, ২৬ ডিসেম্বর—নবম ও দশম শ্রেণীর অনুমোদিত বিদ্যালয়ের অভাবে ফি সন জঙ্গিপুরের একশরও বেশী ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। ভাগীরথীর পূর্ব পারে গিরিয়া, সেকেন্দ্রা, জোতকমল, কালীতলা, তেঘরি, বড়-শিমূল, কাটাখালি ও জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়—এই আটটি অনুমোদিত জুনিয়র হাই স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার জন্য একটি মাত্র হাই স্কুল রয়েছে জঙ্গিপুরে। প্রতি বছর আটটি স্কুল থেকে গড়ে ২৫০ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয় নবম শ্রেণীতে। কিন্তু জঙ্গিপুর হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে আসন সংখ্যা মাত্র ১২০। অবশিষ্ট ১৩০ জনের মধ্যে ৩০ জন ভর্তি হয় এদিক-ওদিক। কিন্তু প্রায় ১০০ ছাত্রছাত্রী সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এবং একরকম বাধ্য হয়ে তাদের লেখাপড়া ছাড়তে হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এতদঞ্চলের এক লক্ষ অধিবাসীর জন্য মাত্র একটি উচ্চ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা খারিজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২২ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বড়শিমূল-দয়ারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোলাব হোসেনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব এক ভোটে খারিজ হয়ে যায়। গোলাব হোসেন ইন্দিরা কংগ্রেস দলের। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন পঞ্চায়েতের সি পি এম সদস্যরা। এই পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান আবদুল আজিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল। প্রস্তাবটি এক ভোটে পাস হয় এবং তিনি পদচ্যুত হন। মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে নতুন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মজুদ চিনি আটক

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর—এনফোরসমেনট পুলিশ মজুদ বিরোধী অভিযান চালিয়ে গতকাল শহরের ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ পালের গুদাম থেকে ৪৭০ কুইন্টাল হিসাববহির্ভূত চিনি উদ্ধার ও আটক করেছে। রামকৃষ্ণ পালকে গ্রেফতার করা হয়। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

সোয়া ৩ লাখ টাকার কৃষিঋণ বিতরণ

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বর—রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে বিগত খারিফ এবং চলতি রবি মরশুমে পাট্টা মালিক, বর্গাদার এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর মধ্যে ৩,২৮,৯০৭ টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারী ঋণের পরিমাণ ২,৩৫,৬৫০ টাকা। এই টাকার পুরোটাই বিলি হয়েছে খারিফ মরশুমে ৮৯০ জন চাষীর মধ্যে। রবি মরশুমে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এবং ষ্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিলি হয়েছে যথাক্রমে ১৪,২৫৭ টাকা ৫৬ জন চাষীর মধ্যে এবং ৭৯ হাজার টাকা ১১৫ জন চাষীর মধ্যে। এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মিহিররঞ্জন পত্রনবীশ জানিয়েছেন, কৃষিঋণের ব্যাপারে মহকুমা শাসক অমিতবরণ চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে নিয়ে কানুপুরের বাঘা, রাণীনগরের বৈকুণ্ঠপুর এবং মণ্ডলপুর গ্রাম

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মৎস্য চাষ প্রকল্প

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর—রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে ২,৭৫,০০০ টাকার একটি মৎস্যচাষ প্রকল্প এস এফ ডি এর অনুমোদন লাভ করেছে। রঘুনাথগঞ্জ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি খড়খড়ির কচুরিপানা পরিষ্কার করে এই প্রকল্প রূপায়ণ করবেন। টাকা লগ্নী করবেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক।

সেচ প্রকল্প : সেচের জল যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বাইন্ধ্যা ও কানুপুরে সাড়ে সাত হাজার টাকা খরচ করে দুটি কালভারট তৈরী করা হবে। টাকা মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। খুব শিগ্‌গির কাজে হাত দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই পৌষ বুধবার, ১৩৮৬।

হায় শীত !

শীত পড়িয়াছে। তাবৎ রসনা-বিলাসীর আক্ষেপ আজ সর্বত্র শ্রুত হইতেছে। শ্রীরাধিকা একদা কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন—'শূন মন্দির মোর'। শীতজর্জর দিনগুলিতে যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন রসনা-বিলাসের সুযোগ আসিল, তাঁহাদেরও কিন্তু এই একই আক্ষেপ করিতে হইতেছে। শীতে খাদ্যসুখ থাকে। তাই এই সময় সকল স্তরের মানুষেরই ঘরে কিছু আলু-কপি-পালং-টমাটো আর একটু মাছ, একটু মাংস কিংবা ডিম ও খেজুরগুড়ের একটু পায়স হইবার সুযোগ থাকে। এবারের শীতে 'দুখের নাহিক ওর'।

বর্তমান বৎসরে কিন্তু শীতের এই আমেজ নাই। চাল এখনই কেজি প্রতি দুই টাকা; তাবৎ সব্জীকুল ক্রেতার চোখে সরিষার ফুল আনিয়া দিতেছে। মাছ-মাংস-ডিম 'হাট্টিমাটিম টিম' এ পরিণত। খেজুর গুড় ? আখের গুড়ই যেখানে কেজি প্রতি তিন টাকা পঁচিশ পয়সা, সেখানে আখের গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত খেজুর গুড়ের প্রক্ষেপ সাড়ে চার টাকা দর হাঁকিতেছে। দুধের নির্বাসন ঘটিয়াছে। চিনি ? সে ত পঞ্চমুদ্রার স্পর্শ পাইতে চলিয়াছে। সরিষার তেল? খুচরা তের টাকা কেজি। জলে বেগুন ভাজা ছাড়া আর উপায় কি ?

সুতরাং ভোজনবিলাসী সাজিয়া লাভ নাই। শীতকে অভ্যর্থনা জানাইয়াও লাভ নাই। শুধু সংযম, শুধু সংযম—অশনে, বসনে, কথনে; আর চাহি প্রচুর সহন। হায় শীত! তোমার অতীত জৌলুষ গেল ! নবকুল তোমাকে আদরে বরণ করিত নূতন চাল, প্রচুর সব্জী—ইত্যাদির খাতিরেই। সহ্য করিত তোমার দুর্জয় হিমাক্তা। সহ্য করিবার ক্ষমতাও থাকিত যে এখন এই 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' দিনগুলিতে মানুষ তোমাকে কি ভরসায় আদর করিবে ?

শীত ! তোমার হিমশর ধনী-নির্ধন প্রত্যেককে ঠকঠকাইয়া দেয়। যতই শীতবস্ত্র থাক, 'হি হি' করিতে হয় প্রত্যেককেই। এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। তবে তোমাকে উপভোগ করিতে পারে এমন মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া ছাড়া খাদ্যসুখের জন্য তোমার খাতির আর কাহারও কাছে নাই। দ্রব্যমূল্য নিম্নগামী হইলেই আশ্চর্য হইবার কারণ।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বেকার ভাতা প্রসঙ্গে

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন কর্মসূচীর সঙ্গে ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছর থেকে বেকার ভাতা প্রকল্প চালু করেন। কেউ বলেন, এটা বেকারদের স্বীকৃতি-দান ; আবার কারো মতে, এটা নাকি বেকারদের অপমান। যে যাই বলুন না কেন, আমরা যারা বেকার তারা ভাবি, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় সেই বেকার ভাতা আমরা নিয়মিত পাই না। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে নয় মাস (তিনটি কিস্তি) যাবৎ আমরা ফরাক্কা কর্মবিনিময় কেন্দ্রের ৫০০ বেকার (যাদের এ্যাকাউনট আছে রঘুনাথগঞ্জ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে) ভাতা পাচ্ছি না। একবার কর্মবিনিময় কেন্দ্রে, আর একবার ব্যাঙ্কে খোঁজ নিতে নিতে বেকারদের অযথা হয়রানি ও টাকা-পয়সা খরচ হচ্ছে। আমলাদের অবহেলায় বেকারদের এভাবে হেনাস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, ফ্রন্ট নেতা ও এক্সচেনজ অফিসারের কাছ থেকে শুনি, সিনিয়ারিটি অনুযায়ী ইনটারভিউ কল করা হবে। কিন্তু এখানেও গলদ দেখি। ১৯৭১ সাল থেকে আমাদের নাম পচে গলে যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত কোন ইনটারভিউ কল আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। অথচ ১৯৭২, ১৯৭৩ এমন কি ১৯৭৪ সালে যাঁরা নাম লিখিয়েছেন, তাঁদের অনেকের ভাগ্যেই ইনটারভিউ জুটেছে। এগুলো কিসের এবং কোন্ দাদাদের খুঁটির জোরে জোটে জানতে ইচ্ছে করে।

—আশিস্ মজুমদার এবং আরো কয়েক জন বেকার।

আর এস পির অভিযোগ

ফরাক্কা থানার পার দেওনাপুরে ১৭ ডিসেম্বর ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থকরা আর এস পি সমর্থক সোলেমান সেখের দু'বিঘা জমির কলাই জোর করে খাইয়ে দিয়েছে এবং তিনজনকে জখম করেছে। অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। অবিলম্বে প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছি।

—নন্দলাল সরকার, আর এস পি দলের সামসেরগঞ্জ থানা কমিটির সম্পাদক

জঙ্গিপুরের চড়চা

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

এখানে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা বলেন, মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় একজন বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্ক তথা স্বার্থ সম্পর্কে যাঁরা জড়িত ছিলেন অথবা যাঁদের স্বার্থ পূরণে সহায়তা করেছেন কিংবা হয়ত তা করেননি—বলা যেতে পারে এই সব মানুষদের কাছে তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি।

তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্কিত মতামত কেউ কেউ আবার পোষণ করেন কিনা জানি না। যদি কেউ করেন—তবে বলা যেতে পারে—তিনি ব্যক্তিত্ব বিরোধী। অন্ততঃ এমন বিরোধী মানুষের সদ্ভাব তো চোখে পড়ে না। মুক্তিবাবুর ব্যক্তিত্বে যদি কেউ সন্দিহান হয়ে থাকেন তবে তাঁর প্রতি ছিল তাঁদের দৃষ্টির বিরোধাভাস। অথচ এই ব্যক্তিত্বই একদিন বিধান-বাবুর মত প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের গোচরীভূত হয়েছিল। হয়তো এজন্যই—তাঁর মত সাধারণ পরিবারের একটি মানুষের ডাক এসেছিল—উপমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার। দেখা গিয়েছিল, তিনি যখন ওই সম্মানীয় পদে আসীন সেদিন অসংখ্য প্রার্থী, প্রত্যাশী জুটেছিল তাঁর ডানে-বামে, পাশে-পশ্চাতে। ভিড়েছিল কত শত মোসাহেবের দল। আবার দুর্যোগের দিনেও দেখা গিয়েছে, সেই সব 'সাইকোফ্যান্টস্'দের পৃষ্ঠপ্রদর্শন। মজার কথা এরাই আবার তাঁর ব্যক্তিত্বের ভালোমন্দের টেস্টিমনিয়াল' দিয়ে থাকেন।

তবে এটাও ঠিক, কালের বিচারে যদি কোন পক্ষপাতিত্বের দোষ ত্রুটি থাকে, মহাকালের বিচারে তার অসদ্ভাব প্রত্যাশিত।

কাজে মানুষকে জানা যায়। কাজে মানুষের ব্যক্তি তথা ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রতিভাসিত হয়। প্রশ্ন—তাঁর কি তেমন কাজ নিতান্তই অন্যূন ? অবশ্য বিচার করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কোন মানুষই দেবতা নয়। দোষে-গুণেই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। তাঁর যদি কাজের ত্রুটি থাকে (জানি না কি ত্রুটি ছিল) হয়তো কিছু কাজও ভাল ছিল (মানুষ এবং মহাকাল তা জানবেন) ; তবে একথা ঠিক, যে কাজ করে তার ত্রুটি বিচ্যুতি হয়—নিষকর্মার ত্রুটি বাদ করা বিধাতা পুরুষের পক্ষেও শক্ত ব্যাপার।

ওয়াংখেড়ের জয়

দিল্লীর দ্বিতীয় টেষ্টের তীরের কাছ থেকে ফিরে যাওয়া জয়তরী, আকাশ কাঁপানো আনন্দের স্রোতে তীরে এল বোম্বাই'র তৃতীয় টেষ্টে। ভারতের এগার যোদ্ধার দল পরাজিত করল পাকিস্থানকে। সাতাশ বছর পর পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এ জয় গর্বের। এ জয় আনন্দের। জয়ের গন্ধ যেন পাওয়া গিয়েছিল ফিরোজ শা কোটলার পিচে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ফিরে গেল ভারতীয় দলের বিলম্বিত চোয়াল কষা মেজাজের জন্য। ৩৯০ রানের ভ্রুকুটির সংশয় যখন কাটল, তখন সময় তালা দিয়েছে পিচের ওপর। মাত্র ২৬ রানে বিজয়লক্ষ্মী মুখ ফেরাল। তখন কেউ ভাবেনি, ফিরোজ শার সব আফশোস মিটিয়ে দেবে ওয়াংখেড়ে। টসের ওপর গুরুত্ব ছিল অনেক। তবে টসে জেতার সুবাদে ব্যাটিং এর প্রথম পর্ব মোটেই দৃষ্টিনন্দন ছিল না। ৩৩৪ রানের জবাবে পাকিস্থান ৬ উইকেটে ১১২। সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা—ফলোঅন বাঁচাতে ২৩ রান দরকার। চারিদিকে উৎকণ্ঠার কালো মেঘ। একদিকে ভাঙা পিচ এবং স্পিন বোলিংয়ে শক্তিশালী ভারত, অপরদিকে একদিনের ক্রিকেটের মেজাজে পরীক্ষিত পাকিস্থান এবং হাতে প্রচুর সময়। কিন্তু না। শেষ রক্ষা করতে পারল না মজিদ, মুদাসসর, জাহির। বুক চিতিয়ে কিছুটা দাঁড়াল মিঁয়াদাদ-ইমরান জুটি। ভারত তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জিততেই হবে। তাইতো সময়ের একদিন আগে ঘাউড়ি, দোসী, যাদবের সফল অস্ত্র প্রয়োগে ১৩১ রানে পরাজিত হোল পাকিস্থান। চলতি সিরিজে ভারত রইল ১—০ ম্যাচে এগিয়ে।

—ক্রীড়া সাংবাদিক

ছেলেটাকে

॥ সৌরীন দাস ॥

মায়ের চোখ ঝিকিয়ে উঠলো
আলতো ক'রে শিশু বসে
আছে কোলে
মুগ্ধ অবাক নীল তার দৃষ্টি
মায়ের শখের রেশম কোমলতায়
লাল জামা সাদা ফুল ফ্রীল
গর্বিত না গর্বিতা
বুকে মায়ের জামায় প্রাচীন
সভ্যতার তৃণ লেগেছে রঙ বেরঙ
বিচিত্র পাপড়ি···মায়ের দাঁতে সূর্য
কিরণের হাসি

মনোলোভা ছবি

উটের করাল পাত্র করোটি
বিস্তীর্ণ শাখা পরিসীমাহীন
কাঁটাগাছের মৃতঝোপ আলোহীন
অন্ধকারে ছোটাছুটি
লেবাননের সাইপ্রেস গাছে
সেডার মেপ্‌ল্

বৃষ্টির ফোঁটা
শঙ্খধ্বনির মতো বিস্তীর্ণ গ্রীবা
ক্যারাভেন
সোনালি আভাযুক্ত ঘাসের প্রান্তে
সেই মা
চোখের পট জুড়ে·· হয়তো কিছু
প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে স্তব্ধবাক্

সেই ছেলেটি

অত্যাচারিত ও নির্মমভাবে
প্রহারিত

অবজ্ঞা আর
সিক্‌নির মতো যাঃ ছোঁড়া
চড় চাপ্পড়
বাপান্ত পানের দোকানে
শিক ফেলতে ভুল হলেও
গরম শিক সেঁটে দেওয়া
মালিকের মালিকানা···
সে এখনো যদি কেউ তাকে

(মাদার টেরেসা ? শুধু উনি ?)

সূর্যবংশীয় সমস্ত পুরুষ
মেঘ বাদলা তোমরা সবাই
দয়া করো
হে পৃথিবী মাতার দল দয়া করো

কোলকাতার যীশু তোমাদের
ট্র্যাফিকে
ফুসফুসের পেট্রলের ধোঁয়ায় তার
শুষ্ক শালপাতার মতো
১৩ বছরের দীপু

তোমাদের শিকে তোমরা আমায়
পাঁঠার মাংসের মতো
ঝুলিয়েছো

অথচ ছেলেটা ফিনিক্স পাখি
ছেলেটা কয়লা কুড়াচ্ছে রেল
লাইনের ইয়ার্ডে

বড়দিন

॥ সত্যনারায়ণ ভকত ॥

বড়দিন। বড় আনন্দের দিন। বড় পরিতাপের দিন। পরিত্রাণ লাভের জন্য শপথ গ্রহণের একটি দিন।

'আয় ছুটে ভাই গাইতে প্রভুর
আগমনী গান
প্রভু এলেন নরদেহে করতে
পরিত্রাণ।'

প্রত্যেক বছর এই দিনে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে আমার যীশুর কাছে। যার কোলে আমি প্রথম পৃথিবীর আলো-বাতাস প্রত্যক্ষ করি সেই জন্ম ভূমি খ্রীষ্টিয় সেবাসদনে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ছেলেবেলা থেকে। তাঁর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি আমি ভুলতে পারিনি, পারবো না। স্থির ছায়াছবিতে, সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় অথবা উঠতে-বসতে সর্বক্ষণ যাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে সেই শৈশবে, তাঁকে কি ভোলা যায় ? যায় না। সেজন্যে বড়দিন এলে বড় আনন্দ লাগে। পরম তৃপ্তি লাভ করি তাঁর নাম উচ্চারণে। আবার অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠে যখন পরিচিতদের একটি জিজ্ঞাসা আমার মনকে ক্রুশবিদ্ধ করে: তুমি কি খ্রীষ্টান ?

স্বীকার করি উৎসবটা খ্রীষ্টিয় ধর্মাবলম্বীদের। কিন্তু তাই বলে কি অন্য ধর্মের লোকেদের যীশুর ভালোবাসা পেতে নেই ? তিনি তো নিজেই বলেছেন, মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য পিতা তাঁকে পাঠিয়েছেন। পিতা কোন লোকবিচার করেন না। যীশু বলেছেন, 'পিতা ও আমি এক। পিতা আমাকে যেমন ভালোবাসেন তেমনই আমিও তোমাদের ভালোবাসি।'

ভগবান বুদ্ধ অথবা হজরত মহম্মদও সমগ্র মানবজাতির মুক্তির কথা বলেছেন। তাহলে এই বিংশ শতাব্দীতেও কি জাতপাতের বিচার আমরা ভুলতে পারিনি ? যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ এবং হজরত মহম্মদের উপদেশ তবে কি মানবজাতি বিস্মৃত হয়েছে ? আর কৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ? তাঁর বাণী ! আসলে আমরা গীতা, বাইবেল অথবা কোরান পড়ি না। নাস্তিকের নামাবলী গায়ে দিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের খুন করি। বড়দিনে বড় বেশী করে মনে পড়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সেই অমৃতবাণী: 'পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।' যীশু শুধু নিজের কষ্ট ভোলার জন্য এই কথা বলেননি। তিনি বলেছেন সর্বকালের সমগ্র প্রজন্মের জন্য। পৃথিবীর মানুষ সত্যিই জানে না, তারা কি করছে। আমরাও জানি না, আমরা কি করছি। প্রবৃত্তির 'দ.সত্ব গ্রহণ করে' নিজেরাই নিজেদের ক্রুশবিদ্ধ করছি। তাই নয় কি ?

আনন্দোজ্জ্বল বড়দিন

॥ ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

এ দিন পবিত্র দিন
আনন্দের রঙে রাঙা
উজ্জ্বল নবীন।
বড়দিন।
উৎসব ঘরে ঘরে
উৎসব সবাকার প্রাণে ও প্রান্তরে;
গির্জ্জায় গির্জ্জায়
আলোকের রোশনাই
বাজে ঘন ঘণ্টা— নিশিদিন
প্রাণের বার্ত্তা বহি আনে ঐ
বড়দিন।
উষার উদয় ভাগে
দীপ্ত অরুণ রাগে
জন্ম নেয় সে বিরাট শিশু
কণ্ঠে মাভৈঃ ধ্বনি
প্রাণের পরম বাণী
বহে আনে জ্যোতির্ম্ময় যীশু।
মুখর মর্ত্ত্যভূমি
মুখরিত মানুষের হৃদয়ের বীণ—
ভুবনে আনন্দধারা
আনে বয়ে উজ্জ্বল নবীন
বড়দিন।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

শিশু উৎসব

জঙ্গিপুর, ২৪ ডিসেম্বর— বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে গতকাল শিশু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত বসে আঁকা, অঙ্ক, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

চাঁদার জুলুম : অভিযোগ

ধুলিয়ান, ১৮ ডিসেম্বর—শহরের শিবমন্দির সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে একদল সি পি এম সমর্থক গত মঙ্গলবার একুশ টাকা চাঁদা দাবি করলে দোকানদার নাকি অনুরোধপূর্বক তা দিতে অস্বীকার করেন। অভিযোগে প্রকাশ, পারটির সমর্থকরা তখন নাকি দোকানদারকে দোকানের ভেতর নিয়ে গিয়ে মারধোর শুরু করেন। আর্ত চিৎকারে বহু লোক জড় হয়ে দোকানদারকে উদ্ধার করেন বলে জানানো হয়।

বাস থেকে পড়ে আহত

রঘুনাথগঞ্জ, ২১ ডিসেম্বর—আজ রামপুরহাট—রঘুনাথগঞ্জ রুটের একটি বাসের পেছনে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়ার সময় উমরপুরের কাছে একজন যাত্রী পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পালাবার চেষ্টা করলে বাসটিকে পুলিশ আটক করে। বাসের ছাদে এবং পেছনে ঝুলে যাওয়ার মত বদ অভ্যাস এক শ্রেণীর যাত্রীর মজ্জাগত হয়েছে। তাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

আর একটি খবরে জানা যায়, গত শুক্রবার উমরপুর পেট্রল পাম্পের কাছে একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় একজন সাইকেল আরোহী আহত হন।

মুক্তিবাবুর মৃত্যুতে শোক

নিজস্ব সংবাদদাতা: মুক্তিবাবুর মৃত্যুতে জঙ্গিপুর বিধানসভা সদস্য হাবিবুর রহমান ও রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটির সভাপতি অরবিন্দ সিংহ রায় তাঁদের শোকবার্তায় বলেছেন, মহকুমা একজন জনদরদী নেতা, একনিষ্ঠ সমাজসেবী ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদকে হারালো।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

সব দলই তৎপর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফ্রন্টের পক্ষে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

সভা পণ্ড ঃ কংগ্রেস (ই) নেতা দিলীপ সিংহ অভিযোগ করেছেন, সাগরদীঘি থানার বড় ভূমিহর গ্রামে সি পি এম সমর্থকেরা লাঠিসোটা নিয়ে গত বৃহস্পতিবার কং গ্রস (ই)'র সভা ভেঙ্গে দিয়েছে। সশস্ত্র ব্যক্তিদের লাঠির আঘাতে দিলীপবাবুসহ কয়েকজন কর্মী আহত হন। দিলীপবাবুর অভিযোগ, সি পি এম সমর্থকেরা সাগরদীঘি এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। পুলিশ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় রয়েছে।

লেখাপড়া বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয় রয়েছে। কম করে যদি ৩০% ছাত্রছাত্রীও লেখাপড়া শিখতে চায় তবে দুই বা ততোধিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রয়োজন। শিক্ষানুরাগী এবং অভিভাবকদের মতে, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও বেদনার কথা, এত বড় একটা সঙ্কট মোকাবিলায় কোন গণ আন্দোলন গড়ে উঠছে না।

কৃষিঋণ বিতরণ

পঞ্চায়েতে তিনটি শিবির খুলে সমীক্ষা চালিয়েছেন। সমীক্ষা চালানো হয়েছে ঋণের প্রয়োজন আছে কিনা, কিভাবে ঋণ শোধ হয়, বর্তমান অবস্থা কেমন, চাষের কাজে সুবিধা হয় কিনা, যদি ঋণ প্রয়োজন হয় তবে এগিয়ে আসছেন না কেন, ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে হালের বলদ, শ্যালো, পাম্প ইত্যাদি দেওয়া যায় কিনা ইত্যাদি বিষয়ে। তঁরা ৪০৫ জনের

সাগরদীঘির উপর নির্ভর করছে জঙ্গিপুর কেন্দ্রের জয়-পরাজয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করছেন না, তা নয়। মন্ত্রী নিয়ে এসে বামফ্রন্ট সেখানে প্রচার জোরদার করছেন। নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য বালিয়ায় তাঁরা এনেছিলেন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী চিত্তব্রত মজুমদারকে গোসাঁইগ্রামে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শম্ভু মাণ্ডিকে। ২৭ তারিখ আসছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তবে জিততে হলে বামফ্রন্টকে আরো খাটতে হবে। কং (ই) দলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বহু কংগ্রেসী তাঁদের দল যোগদান করেছেন বলেই যে তাঁরা এগিয়ে যাবেনই —এমন ধারণা করে নেওয়াটা তাঁদের পক্ষে ভুল হবে। তবে এটা ঠিক যে, সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে সাগরদীঘি পরাবে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই জয়তিলকটি, রাজনৈতিক দলগুলির ভাষায় 'স্বৈরতন্ত্র' অথবা 'গণতন্ত্র' এর কপালে।

অনাস্থা খারিজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপ প্রধান নির্বাচিত হন আলতাব হোসেন বিশ্বাস।

২২ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে আস্থা ভোট গ্রহণ করা হয়। ওই দিন দারুণ উত্তেজনা ছিল। মহকুমা শাসক জানান, কিছু লোক তাঁর অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে সময়মত তাঁদের বের করে দেওয়া হয়েছিল।

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও
যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন
পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

পণ্ডিত ষ্টেশনার্স

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা
কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

Godrej

"The quality is never an accident.
But it is always the result of an important efforts"

উক্তিটির সার্থক রূপকার *গোদরেজ*। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

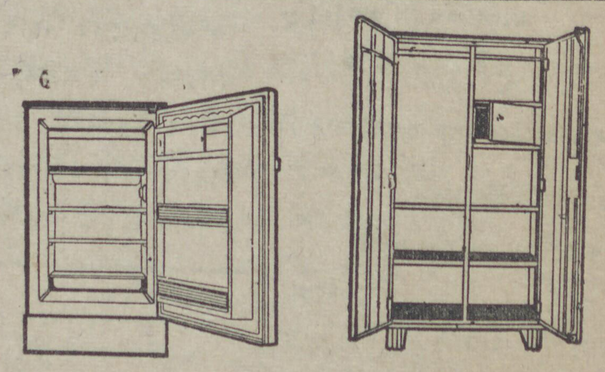

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভুম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।